গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web: www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-৬১৩

তারিখঃ ১৯/০৬/২০১৮খ্রিঃ
সময়ঃ দুপুর ২.২৫ মিনিট।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।

অতিবৃষ্টি/পাহাড়ি ঢলে ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি:

মৌলভীবাজার :

জেলা প্রমাসক,মৌলভীবাজার জানান যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে জেলার সকল নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ২৫টি স্থানে (কুলাউড়া উপজেলায়-৯টি,সদরে -৬টি,রাজনগরে-৩টি,কমলগঞ্জে-৭টি) বাঁধ ভেংগে জেলার ৫টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। জেলার শ্রীমংগল উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ২,০৯০ টি পরিবারের ৯,৪৩৮ জন লোক, কুলাউড়া উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ২,৯৭৮ টি পরিবারের ১৪,৬০০ জন, কমলগঞ্জ উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ২৫,৭৮৮টি পরিবারের ১,২৮,৮৪০ জন, রাজনগর উপজেলার ৩টি ইউনিয়নের ৬,০০০ পরিবারের ২৪,০০০ জন এবং সদর উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ৩,৩৪৪টি পরিবারের ১৬,৩১৮ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলায় ৫টি উপজেলার সর্বমোট ৩০টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার ৫১,৭২০ টি পরিবারের ২,৫০,৪৩০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মৌলভীবাজার জেলা শহরের মনু নদীর বরইকোনা এলাকায় মনু নদীর বাঁধের ১টি অংশ ভেংগে শহরের ৩টি ওয়ার্ড প্লাবিত হয়েছে। এতে রাস্তাঘাট ,হাটবাজার, দোকানপাট ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে বর্তমানে শহরের পনি অনেকটা কমেছে। শহরের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়া হয়েছে। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে ১২/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখ হতে এ পর্যন্ত ৮ জন লোক মারা গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ৫ টি উপজেলায় মোট ৬৭ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে ১২,৪০৫ জন লোক অবস্থান করছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে মনু নদীর পানি কমতে থাকায় মৌলভীবাজার শহরের ভিতরের পানি নেমে যেতে শুরু করেছে। বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

জনগণের জানমালের নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে উপদ্রুত এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ ও ৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে এবং এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির উপর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। বন্যা দূর্গত এলাকায় জনসাধারণকে জরুরি চিকিৎসা প্রদানের জন্য ৭৪টি মেডিক্যাল টিম গঠন করে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। মৌলভীবাজার সদর,রাজনগর,কুলাউড়া ও কমলগঞ্জ উপজেলায় সেনাবাহিনীর ১টি করে মোট ৪টি টিম উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। বন্যা উপদ্রুত এলাকা সমুহে ১২ টি স্পীড বোটের মাধ্যমে (সেনাবাহিনীর ১১ টি ও পুলিশের ১) উদ্ধারকাজ চলমান রয়েছে। একই সাথে স্থানীয় ভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌকা সংগ্রহ করে বন্যা উপদ্রুত এলাকা হতে জনসাধরণকে উদ্ধারের কাজ অব্যাহত রয়েছে। মৌলভীবাজার পৌরসভা কর্তৃক শহর রক্ষাবাঁধের ঝুকিঁপূর্ণ অংশে ১৫,০০০ টি বালির বস্তা স্থাপন করা হযেছে যা এখনও পর্যন্ত কার্যকর আছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১৫,০০০টি জিও ব্যাগ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে জিআর ক্যাশ ১৯,৭৭,০০০/ এবং জিআর চাল ১,৪১১ মে.টন বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।উক্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ১,১৪৩ মেঃটন জিআর চাল ও ১৩,৪০,০০০/- জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় বর্তমানে মজুদ আছে ৬,৩৭,০০০/- জিআর টাকা এবং ৭৬৮ মেঃটন জিআর চাল।

উল্লেখ্য যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জল হোসন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম এমপি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শাহ কামাল ১৮/০৬/২০১৮ ইং তারিখে মৌলভীবাজার দুর্গত এলাকা সফর করেন এবং জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থানা কমিটির বিশেষ সভায় অংশ গ্রহণ করেন। মাননীয় মন্ত্রী মৌলভীবাজার সদর উপজেলার রড়হাট এবং রাজনগর উপজেলার কদম হাটায় দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন। তিনি ৫০০ মে.টন চাল, ১,০০০ বান্ডিল ঢেউটিন এর সাথে ৩০,০০,০০০ /- টাকা এবং নগদ ১০,০০,০০০/- টাকা ও ২,০০০ প্যাকেট শুকনো খাবার এ জেলার জন্য বরাদ্দ প্রদানের ঘোষণা দেন।

সিলেটঃ

জেলা প্রশাসক, সিলেট জানান যে, গত ১২/৬/২০১৮খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় এ জেলার ১৩টি উপজেলার মধ্যে কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট, জৈন্তা, জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজারসহ ৯টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর ডাইক/বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেংগে পানি প্রবশে করছে। ৫১ টি ইউনিয়নের ১,০৫,১০০ টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এলাকায় মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় আছে। পানিবন্দি লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জকিগঞ্জ উপজেলায় ৫টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১০০ জন ও কানাইঘাট উপজেলায় ৩টি আশ্রয় কেন্দ্রে ৫০-৬০ জন লোক আশ্রয় নিয়েছে। জেলা প্রশাসন কর্তৃক আশ্রিত লোকজনের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।